দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ মঙ্গলবার গাজীপুরে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি-এর ২১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েট ও মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। -পিআইডি

বিশ্বমানের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় ধনী মুসলিম দেশগুলোকে আরো অর্থ দিতে হবে

আইইউটি সমাবর্তনে প্রধান উপদেষ্টা

॥ মুজিবুর রহমান, গাজীপুর সংবাদদাতা ॥

প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ বলেছেন, মুসলিম দেশসমূহকে প্রকৃত জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত করতে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নসহ বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আরো সম্পদ দিতে হবে। তিনি বলেন, ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের অধিকাংশ দরিদ্র হলেও এর কয়েকটি দেশের অঢেল সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদের ক্ষুদ্র অংশ জ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে ব্যয় করলে মুসলিম উম্মাহ তথা বিশ্ব উপকৃত হবে। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টা গাজীপুরের বোর্ড বাজারে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির ২১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আইইউটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ফজলি এলাহী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রার এম আহসান হাবীব। ওআইসি'র মহাসচিব এবং আইইউটির চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ইকমেলেদ্দিন আইসোনোগ্লোরের (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্বমানের শিক্ষায়তন

(১৬শ পৃঃ পর)

বাণী পাঠ করেন ওআইসির মহাপরিচালক ড. রাজেলি বিন মুহাম্মদ নূরদিন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার ও সমবায় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইকবাল এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আইইউটি থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন কোর্সে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বাংলাদেশসহ ওআইসিভুক্ত ১৫টি দেশের মোট ১৯২ জন শিক্ষার্থীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যক ১৩২ জন বাংলাদেশের শিক্ষার্থী।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য বাংলাদেশের ছাত্র মোহাম্মদ আবু নাসেরকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ওআইসির স্বর্ণপদক এবং বাংলাদেশের ছাত্র সামা ফারাবি বার্নাকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় এবং শাহরিয়ার কায়সারকে বিএসসি ইন সিআইটি পরীক্ষায় আইইউটির স্বর্ণপদক প্রদান করেন। এছাড়া পাকিস্তানের ছাত্র মোহাম্মদ মাহমুদ জাবেদ এমএসসিটিই পরীক্ষায় আইইউটির স্বর্ণ পদক লাভ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টাকে আইইউটির পক্ষ থেকে একটি ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়। এর আগে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সকাল ১০টার দিকে ক্যাম্পাসে এসে পৌছালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, গভর্নিং বডি, এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনা জানান।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানরা তাদের গৌরবজনক উত্তরাধিকার বজায় রাখতে পারেনি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, ওআইসি'র একটি সদস্য রাষ্ট্রও বর্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নতির মর্যাদা ধারণ করছে না। আমাদের ভবিষ্যৎ অঙ্গীকার পূরণে আমাদের অবশ্যই অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারে কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সম্মিলিতভাবে উদ্যমী হয়ে জ্ঞান ও ধারণা বিনিময় করতে হবে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেছেন, আল্লাহ্ তার সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে মানুষকে তৈরি করেছেন। মানুষের জ্ঞান-শক্তি হচ্ছে তার সংকল্প নির্ণায়ক। তিনি বলেন, আমাদের মহানবী (সাঃ) সব বয়সেই জ্ঞান অর্জনের উপর জোর দিয়েছিলেন। দেশে এবং বিদেশে সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার জন্য জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলামের আবির্ভাব বিশ্বসভ্যতাকে পাল্টে দিয়েছিল। ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে মুসলিম পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তারা অংক, রসায়ন, চিকিৎসা, পদার্থবিজ্ঞান, স্থাপত্যশিল্প, কলা এবং দর্শনের ক্ষেত্রে অসীম অবদান রাখেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁ সত্যিকার অর্থে ইসলামী পণ্ডিতদের কাছে অনেকটা ঋণী। তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তি বিপ্লব মানব সমাজের জীবনধারায় নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে। প্রযুক্তিগত প্রবৃদ্ধি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করে তুলেছে। বিশ্ববাজার দিনকে দিন আরো প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে হলে আমাদের সর্বদা প্রযুক্তিগত বিশেষ দক্ষতা যুগোপযোগী করার পাশাপাশি তা আরো অর্জন, মানানসই ও প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্যকে কর্মক্ষম ও ফলপ্রসূ করতে হবে।

তিনি বলেন, ওআইসির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আইইউটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ওআইসিভুক্ত দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা। বিশ্বমানের মর্যাদাপূর্ণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান দখল করার জন্য আইইউটিকে আরো অনেক দূর যেতে হবে। আমরা অবশ্যই ভবিষ্যতে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করব। আমি সে লক্ষ্য অর্জনে এ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে আহবান জানাচ্ছি। এজন্য ওআইসি'র সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মিলিত চেষ্টা এবং তাদের সম্পদ কাজে লাগানো প্রয়োজন।